৩৪ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৪

০১ অক্টোবর ২০২৪, মঙ্গলবার

মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য : বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ প্রকাশনায় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ❑ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৬ আশ্বিন ১৪৩১
০১ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide' অর্থাৎ 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রবীণের অভিজ্ঞতার আলোকে তারুণ্যের উদ্যমকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন তরান্বিত হয়। সভ্যতার অগ্রযাত্রায়ও প্রবীণদের অবদান অনস্বীকার্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পথক্রমে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রবীণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি শক্তিশালী যত্ন ও পরিচর্যা কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। প্রবীণদের মর্যাদাসম্পন্ন, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্থ ও নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা' ও 'পিতা মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা দেয়া হচ্ছে এবং আশ্রয় ও স্বজনহীন প্রবীণদের জন্য ৮টি প্রবীণ নিবাস স্থাপন করা হয়েছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর যথাযথ কল্যাণ নিশ্চিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং তাঁরা যাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা ও প্রযুক্তিগত সাম্যতা অর্জন করতে পারেন, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সচেষ্ট হতে হবে। চিরায়ত বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে আমি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সকল স্তরে প্রবীণবান্ধব সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।

বার্ধক্যে নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বসহ বয়সজনিত বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সমাজের সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় এই জনগোষ্ঠী যেন শেষ বয়সে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে সে জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি জনহিতৈষী সংগঠন ও বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি প্রবীণবান্ধব সমাজ গঠনে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমি বিশ্বের প্রবীণদের সুস্বাস্থ্য, শান্তিময় ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন কামনা করছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপনের সফলতা কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

উপদেষ্টা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ০১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' (Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide)-যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

পৃথিবীতে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশেও প্রবীণব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সি মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ৬৪ লক্ষ। এ সংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে ৩.৬ কোটিতে উন্নীত হবে। শতকরা হিসেবে বর্তমানে দেশে প্রবীণ মোট জনসংখ্যার ৯.৭ শতাংশ, যা ২০৫০ সালে ২২ শতাংশে পৌঁছাবে। এই ক্রমবর্ধমান প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য নিশ্চিতকরণের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের এখনই সময়।

সরকার জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্যদূরীকরণের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায় প্রবীণদের জন্য একটি শক্তিশালী যত্ন ও পরিচর্যা কাঠামো গড়ে তুলতে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অঙ্গীকারের আলোকে দেশের প্রবীণদের জন্য বয়স্কভাতা প্রদান করছে। চলতি অর্থবছরে ৬০ লক্ষ ১ হাজার প্রবীণব্যক্তি বয়স্কভাতা পাচ্ছেন। নীতিসহায়তার অংশহিসেবে 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩' ও 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বজন ও আশ্রয়হীন প্রবীণদের জন্য দেশের ৮ বিভাগে আটটি 'শান্তিনিবাস' স্থাপন করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রবীণদের মর্যাদা ও সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আমি ৩৪ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

শারমীন এস মুরশিদ

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর

বাণী

০১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২৪। এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide বা 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ'। আমি মনে করি প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রবীণব্যক্তির সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষ। প্রবীণব্যক্তির ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশে প্রবীণব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশে উন্নীত হবে। প্রবীণদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আমাদের পথচলা, প্রগতির দিকে এগিয়ে চলা। তবে বিশ্বব্যাপী বয়স বৈষম্য (Ageism) বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রবীণদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ ও সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবারকাঠামো ভেঙ্গে যাওয়া ও পরিবর্তিত সমাজকাঠামোতে নবীন-প্রবীণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার অভাবই মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। তাই সময়ের প্রয়োজনেই আমাদের প্রবীণদের মর্যাদা, যত্ন ও পরিচর্যার প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত পেশাদারিত্বের অধিকারী জনবল, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান, সর্বোপরি পরম শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

প্রবীণদের পরিচর্যা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) এর বাধ্যবাধকতার আলোকে সরকার প্রবীণদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর চলতি অর্থবছরে ৬০ লক্ষ ১ হাজার প্রবীণব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করছে। এছাড়া ২৭.৭৫ লক্ষ জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা ও ৩২.৩৪ লক্ষ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাগ্রহীতাদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবীণব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া প্রিয়জনের সান্নিধ্যবঞ্চিত ও আশ্রয়হীন প্রবীণদের জন্য দেশের ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে এবং শুধু প্রবীণদের জন্য আট বিভাগে ৮টি 'শান্তিনিবাস' স্থাপন করা হয়েছে। আমি মনে করি প্রবীণদের মর্যাদাবৃদ্ধি ও সামগ্রীক উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের পাশাপাশি দেশী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন সমূহের একযোগে কাজ অত্যন্ত জরুরি।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপনে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেইসাথে দিবসের সার্বিক সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল

মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য ও আমাদের বাস্তবতা

ডঃ মোঃ রবিউল ইসলাম

বিশ্বে বার্ধক্য সম্পর্কে উদ্যোগ-আয়োজনসাম্প্রতিককালের। বলা হয়, জনসংখ্যার বার্ধক্য বিষয়টি একটি জনমিতিক উপাদান যা প্রধানত আর্থসামাজিক তথা জীবনমান উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। বার্ধক্য সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ১৯৭৪ সালে বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলনে স্বীকার করা হয়েছে যে, "বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার দুটো বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ, জনবিস্ফোরণ এবং বার্ধক্য-যা ধীর গতিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বার্ধক্য জনসংখ্যার ভয়াবহতা বিবেচনায় এনে বিশ্বব্যাপী প্রবীণ বিষয়ক নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে Vienna International Plan of Action on Ageing (VIPAA) গৃহীত হয় যা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জাতিসংঘ বার্ধক্যকে মানবজীবনের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে এ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিবছর ০১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করে আসছে। এবারে ৩৪তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons.' অর্থাৎ 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা জোরদারকরণ'। বিশ্বজুড়ে প্রবীণদের মর্যাদা ও মানবাধিকার সুরক্ষা, আন্তপ্রজন্ম সম্পর্ক, স্বাস্থ্য সেবা, পরিচর্যা ও সহায়তা জোরদারকরণ এবং এ বিষয়ে নীতি, পরিকল্পনা ও আইনগত ভিত্তি গড়ে তোলা আলোচ্য প্রতিপাদ্যের মূল উদ্দেশ্য।

বিশ্বে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ২০৫০ সালের মধ্যে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বিশ্বে দ্বিগুণ হবে যা প্রায় ২.১ বিলিয়নে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হয়। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ প্রবীণ উন্নয়নশীল দেশে বসবাস করে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০৫০ সালে বিশ্বের ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৮ জন প্রবীণ উন্নয়নশীল অঞ্চলে বসবাস করবে এবং তাদের মধ্যে ৫০% এর বেশি বয়স্ক মহিলা থাকবেন। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই হার অনেকটাই সত্য। বাংলাদেশে প্রবীণদের হার যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি বেড়ে চলেছে তাঁদের বঞ্চনার পরিমাণও। বিগত কয়েকটি আদমশুমারি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০১ ও ২০১১ সালে ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬.০৫ ও ১০ মিলিয়ন যা ২০২২ আদমশুমারিতে এসে দাঁড়ায় ১৫.৩ মিলিয়ন এবং মোট জনসংখ্যার ৯.২৮%। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৫ ও ২০৫০ সাল নাগাদ এদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৭.৬২ ও ৪৩.০২ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার ১১% ও ২০% হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৫০ সালে এদেশে Aged boom ঘটবে এবং গড়ে ৫ জনে একজন প্রবীণ হবেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কোন দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ হতে ১২ ভাগ প্রবীণ হলে ঐ দেশকে বার্ধক্য জনসংখ্যার দেশ ধরা হয়। সে হিসেবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বে বার্ধক্য জনসংখ্যার দেশ হিসেবে বিবেচিত হবে। শুধু সংখ্যায় এরা দ্রুত বাড়ছে তা'ই নয়; এদের অধিকারগত প্রয়োজন মেটানোর মতো পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমতা ক্রমেই গভীর সংকট এবং তীব্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। আজকে বাংলাদেশে গড় আয়ুষ্কাল প্রায় ৭৪ বছর। বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠী বৃদ্ধির একটি উদ্বেগজনক হার হলো ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। আদম শুমারি ২০২২ এ দেখা যায়, ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব জনসংখ্যা ৯.৭ মিলিয়ন যা মোট জনগোষ্ঠীর ৫.৮৯%। প্রবীণ জনসংখ্যাকে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বড়ো ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করেছে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম। অতি সম্প্রতি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শিশু বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ফলেমোট প্রবীণ জনসংখ্যা শিশু জনসংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং, এটিই প্রতীয়মান হয় যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রবীণরাই জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ হয়ে পড়বে।

আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় প্রবীণরা অতীতে নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতেন। মূলত: তাঁরাই পরিবার পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করতেন। দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, যুব শ্রেণির গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর, শিল্পায়ণ ও নগরায়ণ, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দন্দ্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জীবনধারণ সামগ্রীর উচ্চ মূল্য, বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি কারণে আজকে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে একক পরিবারে রুপ নিচ্ছে। আর এ পরিবর্তনশীলতার নিরব শিকার হচ্ছে প্রবীণ জনগোষ্ঠী। এদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। এ হিসেবে মোট প্রবীণের প্রায় ৭৫ শতাংশ গ্রামে বাস করে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আর্থসামাজিক সমস্যা নিরূপণ করলে দেশের ৫৫ শতাংশের অধিক প্রবীণ দারিদ্র্য সীমার নিচে গ্রামে বাস করে। এই ব্যাপক দারিদ্র্যের মাঝে অধিকাংশ প্রবীণ স্বাস্থ্য সমস্যাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার শিকার হচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিবারেই সন্তানরা পিতামাতাকে বিষয় সম্পত্তির মতো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকে, ফলে চিকিৎসাসহ মৌলিক সেবা হতে প্রবীণরা বঞ্চিত হয়। প্রবীণরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে উপেক্ষিত, অবহেলা, বঞ্চনা, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদির শিকার হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় সমাজের বাড়তি বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়ে চরম হতাশা ও হীনমন্যতায় ভোগে। এক্ষেত্রে নারী প্রবীণেরা সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষেম্যের শিকার। জরাবিজ্ঞানে 3Dsh_v:Disease, Disability and Death সকল প্রবীণের ক্ষেত্রে সত্য বলে ধরে নেয়া হয়। জরাবিজ্ঞানী Barrow and SmithAemi জীবনের ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলেন, 'Retirement may mean the golden years for some, but to others it is a psychological death sentence.'.

স্বচ্ছল পরিবারে প্রবীণদের অবস্থা তত খারাপ নয়, তবুও তাঁদের অনেকেই পারিবারিক ভাঙ্গন, মানসিক পীড়ন, নিঃসঙ্গতা এবং অযত্ন-অবহেলার শিকার। শহুরে বসবাসরত প্রবীণ স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা কিছুটা ভোগ করলেও গ্রামে তা একেবারেই অনুপস্থিত বলা যায়। শহরাঞ্চলে প্রবীণ দম্পতি বা একাকী প্রবীণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাঁদেরকে দেখভাল বা পেশাগত সেবাদান আমাদের সমাজব্যবস্থায় এখনো গড়ে উঠেনি। সংবিধানের ১৫ (ক) ও ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা-১ ও ৩ (দারিদ্র্য বিলোপ এবং সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) অর্জনের জন্যে প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষা, পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ অপরিহার্য।

প্রবীণদের মর্যাদা ও মানবাধিকার সুরক্ষা, পরিচর্যা ও সহায়তা জোরদারকরণে নিন্মোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে- ১) প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন প্রনয়ণ করা এবং তা বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা; ২) প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামাজিক বীমার আওতায় নিয়ে আসা। প্রয়োজনে প্রবীণদের জন্যে আলাদা অধিদপ্তর গঠন করা; ৩) প্রজন্মের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় হতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বার্ধক্য বিষয়টি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যাতে শিক্ষার্থীরা প্রবীণদের সম্পর্কে সচেতন, শ্রদ্ধাশীল, এবং দায়িত্বশীল হওয়ার গুণাবলি অর্জন করতে পারে। দেশে জেরিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষাব্যবস্থায় জেরিয়াট্রিক মেডিসিন ও জেরিয়াট্রিক সেবা বিষয়টি চালু করা; ৪) দারিদ্র্য-পীড়িত প্রবীণ পরিবারসমূহে সহজ শর্তে/বিনাসুদে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান ও প্রয়োজনে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা। কর্মক্ষম প্রবীণের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে দেশে চলমান ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে তাঁদের প্রাধান্য দেয়া। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে; ৫) প্রবীণ পিতা-মাতার ভরণপোষনে সন্তান/নাতি-নাতনীদের আইনগত বাধ্যবাধকতা নির্ধারণে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা; ৬) বিদ্যমান বয়স্ক ভাতার পরিমান ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে এদেশের দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র প্রবীণদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা; ৭) গণমাধ্যমসমূহে প্রবীণদের জীবনের বিভিন্ন দিক, পরিচর্যা, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা; ৮) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও সেবাদানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। দরিদ্র প্রবীণদের জন্য স্বল্প মূল্যে/বিনামূল্যে ডাক্তার দেখানো থেকে শুরু করে ঔষধ প্রদান, চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ ও বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা করা এবং প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে জেরিয়াট্রিক ওয়ার্ড চালু করার পাশাপাশি প্রবীণদের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী ও পেলিয়াটিভ সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; ৯) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন-মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদিতে সাপ্তাহিক ধর্মীয় বিশেষ দিনে প্রবীণদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা; ১০) প্রবীণ নাগরিকদের জন্যে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত সিনিয়র সিটিজেন কার্ড প্রবর্তন করা এবং সকল প্রকার যানবাহনে প্রবীণদের জন্যে আসন সংরক্ষণ, বিশেষ ছাড়ে/স্বল্প মূল্যে টিকিট প্রদান করা; ১১) গড় আয়ূ বৃদ্ধির ফলে চাকরিতে অবসরের বয়সসীমা বাড়ানো; এবং ১২) প্রবীণ নারীর দেনমোহর ও উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং বার্ধক্য বিষয়টি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র বাড়ানো। ❑

লেখক: বার্ধক্য বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ আশ্বিন ১৪৩১
০১ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২৪ উপলক্ষে আমি দেশের প্রবীণ নাগরিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রবীণ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: 'বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' (Ageing with Dignity: The importance of Strengthening Care and Support Systems for older persons Worldwide)। আমি মনে করি প্রতিপাদ্যটি যথার্থ ও সময়োপযোগী।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুগান্তকারী এ সিদ্ধান্তের আলোকে সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৯৯১ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের ফলে পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যুহার যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। একই কারণে বাংলাদেশেও প্রবীণ ব্যক্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের উল্লেখ রয়েছে। আমরা কতগুলো সাংবিধানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই যেখানে দেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে, সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের লক্ষ্য সমাজের সকল ধরণের বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান নিশ্চিত করা। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-শ্রমিক-জনতা মিলে দেশে এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমাদের তরুণ বিপ্লবীরা দেশের মানুষের মনে যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন জাগিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তা পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের উন্নয়নে প্রবীণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সামগ্রিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রবীণদের জন্য কল্যাণমুখী কাজে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশের প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য নিশ্চিতকরণে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি শক্তিশালী যত্ন ও পরিচর্যা পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ অভিপ্রায়ে আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবো।

আমি আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২৪-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০১ অক্টোবর ৩৪ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, ২০২৪। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত প্রতিপাদ্যের আলোকে এ বছর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' (Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide)।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে ব্যক্ত অঙ্গীকারের আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের অসহায়, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যমোচন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কাজ করছে। প্রবীণব্যক্তিদের কল্যাণের পাশাপাশি এতিম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসহ হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ও চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া দুরারোগ্য ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে প্রবীণ ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বর্তমানে দেশে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছে, এ সংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ সাড়ে ৩ কোটিতে উন্নীত হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মর্যাদা সমুন্নত রাখতে কাজ করছে। এছাড়া প্রবীণদের উন্নয়নে যুতসই কার্যক্রম গ্রহণ ও নীতি সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয়ের রয়েছে। ইতোমধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায় 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩ এবং 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করেছে।

প্রবীণদের কল্যাণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে চলেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ ১ হাজার প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রবীণ ব্যক্তিদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য বয়স্কভাতার টাকা এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে মুঠোফোনে প্রদান করা হচ্ছে এবং তাদের অর্থের নিরাপত্তা বিধানেও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নিরাশ্রয় ও স্বজনহীন প্রবীণদের জন্য ৮ বিভাগে আটটি 'শান্তিনিবাস' স্থাপন করা হয়েছে। প্রবীণদের কল্যাণে সরকারের সাথে সম্পূরকভাবে বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলে মিলে আমাদের প্রবীণদের মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবো।

মোঃ খায়রুল আলম সেখ

ADA Age Demands Action · HelpAge International

চেয়ারপারস্‌ন
হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক
বাংলাদেশ

বাণী

জাতিসংঘ ঘোষিত ০১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। ১৯৯১ সাল হতে প্রতিবছর বাংলাদেশে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয় পর্যায়ে দিনটি পালন করছে। এ বছরের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' (Ageing with Dignity: The Importance of Strengthening Care and Support Systems for Older Persons Worldwide)। এই দিবসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রবীণদের উপযুক্ত মর্যাদা এবং বিশেষ সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সচেতন এবং উদ্যোগী করা ও তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও বিচক্ষনতাকে কাজে লাগানো।

আজকের দিনে 'ব্যক্তি প্রবীণ' নয়, প্রবীণ জনগোষ্ঠী বা পপুলেশন এজিং নিয়ে কথা বলা সময়ের দাবি। আমরা বিশ্বাস করি 'বার্ধক্য' কোনো ব্যক্তির মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ পাবার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে না। প্রবীণের অধিকার রক্ষায় সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ আমাদের এই স্বপ্ন দেখায় যে, প্রাথমিকভাবে সর্বাধিক যৌক্তিক জেষ্ঠ্যতার বয়স সীমা নির্দিষ্ট করে অতি প্রবীণদের পরিচর্যায় দীর্ঘমেয়াদি যত্ন এবং যাতনা প্রশমন সেবার বিষয়টি সু-নিশ্চিত করতে পারলে প্রবীণের জীবন আরও মর্যাদাপূর্ন হবে।

হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক হিসেবে এমন এক বিশ্ব দেখতে চায়, যেখানে নীতিমালায়, উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও বাস্তবায়নে প্রবীণের বিষয়টি আরও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সকল প্রবীণের জীবন হবে মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্থ ও নিরাপদ- যা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য সহায়ক হবে। প্রবীণ ব্যক্তিরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্নভাবে যে অবদান রাখছেন এবং রেখেছেন তা অনস্বীকার্য। এছাড়াও, প্রবীণদের শক্তি হলো সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার সম্ভার। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান প্রবীণ নাগরিকের অবদান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সহায়ক হিসেবে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রাক্কালে দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করছি।

শরীফ মোস্তফা হেলাল